পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অনগ্রসর শ্রেণি কল্যান অধিকার

প্রাক-মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অন্যান্য অনগ্রসর (ও.বি.সি.) শ্রেণিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনপত্রের ফর্ম এবং বৃত্তির বিবরণ ও নিয়মাবলী

১। (ক) যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে তাদের ৫ম থেকে ১০০ শ্রেণি পর্যন্ত মাসিক ৪০ টাকা হিসাবে শিক্ষাবর্ষে ১০ মাসের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়।

(খ) যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেন তাঁদের ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণি মাসিক ২০০ টাকা এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণি মাসিক ২৫০ টাকা হিসাবে শিক্ষাবর্ষে ১০ মাসের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়।

২। এই বৃত্তির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের বার্ষিক আয়ের ঊধর্বসীমা ৪৪,৫০০ টাকা।

৩। কোনও ছাত্র-ছাত্রী একই শ্রেণিতে একবার অনুত্তীর্ণ হলে এই বৃত্তি বন্ধ হবে।

৪। আবেদনকারী ছাত্র/ছাত্রীর পিতা জীবিত না থাকলে এবং মাতা জীবিত থাকলে, মাতা স্বতঃসিদ্ধভাবে অভিভাবিকা হবেন।

৫। পিতা ও মাতার উভয়েই জীবিত না থাকলে বৈধ রক্তের সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয় অভিভাবক হবেন।

৬। মহকুমা শঅসকের কাছ থেকে প্রাপ্ত জাতিগত শংসাপত্রের প্রত্যায়িত ফটোকপি আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযোজিত করতে হবে।

মাননীয়,
প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা কল্যান আধিকারিক
জেলা কল্যাণ আধিকারিক
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যান অধিকার

সবিনয় নিবেদন,

আমি একজন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্র/ছাত্রী, ২০০.....২০০..... শিক্ষাবর্ষে সরকারী বৃত্তি লাভের জন্য আবেদন করছি।

আমার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নীচে দিলাম ঃ-

১। নাম ঃ .....

২। ঠিকানা .....

৩। (ক) পিতার/মাতা/অভিভাবকের নাম .....

জাতি ..... ধর্ম ..... জন্ম তারিখ .....

(খ) ছাত্র/ছাত্রীর সঙ্গে অভিভাবক /অভিভাবকের সম্পর্ক .....

৪। বিদ্যালয়ের নাম .....

ঠিকানা .....

বর্তমান পাঠরত শ্রেণি ..... শ্রেণিতে যোগদানের প্রকৃত তারিখ .....

৫। বিগত বৎসরের পাঠরত শ্রেণি .....

৬। অভিভাবক গড় মাসিক আয় ..... টাকা।

৭। আমি ..... তারিখ হইতে বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছাত্রাবাসে থাকি।

.....

তারিখ ঃ ..... ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর

৮। এতদ্বারা আমি অঙ্গীকার করছি যে, আবেদনপত্রে দেওয়া তথ্য সর্বতোভাবে সত্য। কোনও তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে এই আবেদনপত্র এবং বৃত্তি মঞ্জুর হয়ে থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ইতিমধ্যে কোনও অর্থ বৃত্তি বাবদ আবেদনকারীকে দেওয়া হয়ে থাকিলে আমি তা সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকব এবং আমার বিরুদ্ধে আদালতগ্রাহ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমার গড় মাসিক আয় ..... মাত্র।

.....
পিতা/মাতা/অবিভাবকের সাক্ষর

তারিখ .....

৯। আবেদনকারীর পারিবারিক / বিধায়ক / জেলা পরিষদ সদস্য / পৌরসভার কাউন্সিলার / পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি / গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/ 'ক' শ্রেণিভুক্ত ঘোষিত সরকারী আধিকারিক এঁদের যে কোনও একজনের স্বাক্ষর দ্বারা স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। পিতা, মাতা, অথবা অভিভাবক চাকুরিরত হলে চাকুরিস্থল থেকে মূল বেতন ও সকল ভাতা উল্লেখে নিয়োগকর্তার নিকট থেকে মাসিক আয়ের প্রমানপত্র পেশ করতে হবে এবং চাকুরি ছাড়া অন্য আয়ের জন্য ঘোষণাপত্র দাখিল করতে হবে।

আমি জ্ঞানত স্বীকার করছি যে, শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী .....
পিতা ..... ঠিকানা .....
পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী /স্থায়ী অধিবাসী নয় এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত জাতির .....
শ্রেণিভুক্ত এবং ..... ধর্মাবলম্বী। তাহার পিতার /অভিভাবকের সমস্ত উৎস থেকে গড় মাসিক আয় ..... টাকা মাত্র।

.....
স্বাক্ষর

তারিখ.....

পুরো নাম.....
পুরো ঠিকানা.....
.....
বর্তমানে যে পদে আছেন.....

(নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষরকারীর সিলমোহর না থাকলে তা গ্রাহ্য হবে না)

উপরোক্ত ছাত্র /ছাত্রী আমার বিদ্যালয়ে বিগত বছর শ্রেণিতে পড়ত। বর্তমানে (২০০.....২০০.....) শিক্ষাবৎসরে ..... শ্রেণিতে অধ্যয়ন করে। যে বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছাত্রাবাসে এই তারিখ ..... নিয়মিত থাকে এবং নিয়মিতভাবে শ্রেণিতে অধ্যয়ন করে। উপস্থিতির হার ৭৫ শতাংশের কম নহে। সে অন্য কোনও বৃত্তি পায় না এবং সে বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে বার্ষিক পরীক্ষা ..... তারিখে শেষ হবে। আবেদনকারীকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হল / হল না। আমার বিদ্যালয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত।

থারিখ ঃ..... .....
প্রধান শিক্ষক /ইহক্ষিকার স্বাক্ষর

সিলমোহর